দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 19 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শহীদ ইকবাল

শিক্ষা ও ছাত্ররাজনীতির টুকরো আলাপ

এ সময়ে আমাদের সবার মনোযোগ একবিন্দুতে এসে ঠেকেছে। জঙ্গি ও সন্ত্রাস। তার আগে যেটি বলা প্রয়োজন, আমাদের কোনো বিষয়েই বুঝি কোনো প্রস্তুতি নেই। ফলে আমাদের দিশাহারা হতে বেশি সময় লাগে না। বিহ্বলতা আমাদের আক্রান্ত করে। অসহায়ত্ব খুব তাড়াতাড়ি ঘিরে ধরে। এখন অস্থির সময়। চলতি বিশ্বে চলছে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে উত্তাপ। রাজনীতিও ক্রুদ্ধ। রাজনীতি আর্থ-সমাজ করপোরাল কাঠামোর সঙ্গে এখন ব্যাপকভাবে যুক্ত। ফলে ত্রাস-আতঙ্ক-সন্ত্রাস নানাভাবে আমাদের বিষাক্ত করছে। পরিবেশটা ইতিবাচক বলে মনে হয় না। এর মধ্যেই উন্নয়ন-প্রবৃদ্ধি আর নিরাপত্তার কথাও ভাবা হচ্ছে। জঙ্গি ও সন্ত্রাস দমন নিয়ে এখন অনেক প্রশ্ন– শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদান, শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক, বিজ্ঞানমনস্কতা, ছাত্র রাজনীতি প্রভৃতি মনিটর কে করবে? সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাঙ্গনে কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা এখন কার? পাঠক্রম বা সিলেবাস অনুমোদন কারা করে? আর ছাত্র রাজনীতির যে দশা তার ভবিষ্যৎই বা কী– ইত্যাদি সব নিয়ে অতীতে তো কথা চলেছে, একই কথা প্রায়ই কথা চলছেও, তবুও কিছু পর্যবেক্ষণ তো তুলে ধরা যায়– হোক তা অরণ্য রোদন মাত্র!

২

এটা সত্য যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বাঙালির সামর্থ্য সম্পর্কে প্রথম আলামত পাওয়া গেল। তাতে আবেগের যে বেগ ছিল, তার যে ঐক্যও সংঘটিত হলো, ফলে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় এলো। অভূতপূর্ব ঐক্য বটে। নেতাকেও চিনতে ভুল হয়নি। নেতার পেছনে আদেশমান্য সবাই এক হয়ে কাজ করেছে। স্বপ্নও দেখেছে– স্বাধীন দেশে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের। কিন্তু পরে কী দেখা গেল! নিজেদের মধ্যে বিভেদ, অনৈক্য। পক্ষ-বিপক্ষ। একে অন্যের প্রতিপক্ষরূপে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেছে। যেন রক্তাক্ত হতেও দ্বিধান্বিত নয়। এ কীসের বিভেদ বা পক্ষ-বিপক্ষ? ন্যায়হীন স্বার্থ– আর্থিক ভোগ-লোভ আর ক্ষমতা। এত দ্রুত স্বাধীন রাষ্ট্রে এসব ঘটে চলছিল যে, রাষ্ট্রনায়কও বিচলিত হয়ে পড়েন। মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় সপরিবারে জীবন দিয়ে তাকে সবকিছুর মূল্য দিতে হলো। বঙ্গবন্ধু মুজিব দেশি-বিদেশি-প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ শক্তির কাছে তার স্বপ্নে গড়া স্বাধীন দেশেই নিজ বাড়িতে নির্মমভাবে নিহত হলেন। করুণ এ দৃশ্যপট পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডগুলোর একটি। এটি যেমন বীভৎস, তেমনি আশ্চর্যেরও। তার পরের ইতিহাস তো নতুন কিছু নয়। অন্যায়-অবিচার-স্বেচ্ছাচারিতা-দুর্নীতি-দলবাজি, স্বীয় স্বার্থ আর পরশ্রীকাতরতায় ভরে যায় দেশ। রাষ্ট্রীয়ভাবে সন্ত্রাস তোষণের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু হয়। জঙ্গিদের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত হয়। আজকের পত্রপত্রিকায় জঙ্গি বা তথাকথিত ইসলামিক গোষ্ঠীর নামে-বেনামে যে ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে তার পেছনে স্বাধীনতার মূলধারা-বিরোধী তৎকালীন রাষ্ট্রশাসনের অনুগত কার্যক্রমই দায়ী। সেটির সঙ্গে শিক্ষা কারিকুলাম, প্রতিষ্ঠান অনুমোদন, প্রাইভেটাইজেশন সবকিছু জড়িত। এমনকি বলা যায়, যে রকম সরকারই ক্ষমতায় থাক, তারা নির্বিচারে এসব বিষয়ে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে চলেছেন। সেটি ঘটেছে নানাভাবে : এক. এমপি-মন্ত্রীদের সরাসরি সমর্থনে, দুই. ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে, তিন. জ্ঞানচর্চার চেয়ে সহজ উপায়ে 'ভালো' সনদ পাওয়ার যুক্তিহীন বাসনা, চার. উদার-সংস্কৃতিচর্চা ক্রমেই ধর্মীয় বিদ্বেষ দ্বারা আক্রান্ত হওয়া, পাঁচ. বিজ্ঞানহীনতা, ছয়. ভুঁইফোঁড় ব্যক্তিত্ব নিয়ে তথাকথিত বিদেশি বিলাসিতার অনুকরণ। এসব স্বাধীনতার পর বেশুমার চর্চা হয়েছে। কেউ এ ভুল পথ সংশোধন করেনি বা অভিভাবকত্বও নেয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে বলা হলেও তা রাষ্ট্র আমলে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। কারণ এসব বেনিফিশিয়ারি বা লাভালাভের প্রশ্নে সরকার বা তার কর্তারা বিযুক্ত ছিলেন না। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিভিন্ন সেক্টরের দুর্নীতিও। দেশপ্রেম-জাতিপ্রেমের বদলে ব্যক্তিপ্রেম যখন বড় হয় তখন ভোগ আর দুর্নীতি শেকড়বদ্ধ হয়ে চলে। তাতে স্বজনপ্রীতি, আঞ্চলিকতা, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। যোগ্য জায়গাগুলো অযোগ্যদের হাতে চলে যায়। নীতিহীনতা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ে। বাংলাদেশে তাই হয়েছে স্বাধীনতার পরে প্রায় পঁচিশ বছর ধরে। স্বাধীন বাংলাদেশে বাঙালির 'অসামর্থ্য' সম্পর্কে যে কথা বলছিলাম তা এই পঁচিশ বছরের কর্মকাণ্ডে প্রমাণ মিলেছে। আমরা ঐক্য বাদ দিয়ে বিভেদ ও বিভক্তির মধ্যে পড়েছি– ধর্মকে কলুষিত করেছি, সংস্কৃতিকে বিপন্ন করেছি, দুর্নীতির ভেতর দিয়ে রাজনীতি নষ্ট করেছি। কোনো নেতা নেই। তৈরিও হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রশ্নবিদ্ধ। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা তিন ধারায় বিভক্ত। সংস্কৃতিশূন্য জাতি বিভক্তির ভেতর দিয়ে বেড়ে উঠছে। এ বেড়ে ওঠাটা সহজাত– কিন্তু তাতে নেই প্রেম-প্রীতি, আত্মীয়তা। এক প্রকার সম্পর্কশূন্য সম্পর্ক। বৈষম্য-বিভেদ ও সম্পর্কহীনতার ফলে ধর্মান্ধতা বেড়েছে, দেশ-বিদেশ কিংবা অভিজাত প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাসনদ গ্রহণ করলেও মনের দরজা খোলেনি। শিক্ষার শক্তি, জ্ঞানের আলোর জ্যোতির্ময় বিকিরণ ঘটেনি। কার্যত এতে করে মানুষ হিসেবে অর্জনটুকু আর থাকছে না। যা সহজাত তাতেই আবদ্ধ। কূপমণ্ডূকতা, সংকীর্ণ ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ আচ্ছন্ন করে ফেলছে সহজেই অনেক কিছু। অদৃশ্য শক্তির কাছে চলিষ্ণু টেকনোলজির বৈজ্ঞানিক ধারা মূল্যহীন থেকে গেছে। বৈজ্ঞানিক উপাদানের অপপ্রয়োগ চলেছে। বাঙালি সামর্থ্যহীন তা হয়তো সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ অর্জনও তো আছে। কিন্তু অর্জনটুকু লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারল না কেন? আজকে পঁয়তাল্লিশ বছর পর আবার ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র মূল্যবোধের সাংবিধানিক রাষ্ট্রের কথা বলতে হচ্ছে। আবার ওই একই ইস্যুতে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। তাহলে কী আমরা পিছিয়ে গেছি! এই এতগুলো বছর আমরা আমাদের প্রজন্ম-বিকাশে কি কিছুই করতে পারিনি? কেন আজ এই 'ছায়া'র সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে? স্বাধীনতার পর ১৯৭৩-এর অ্যাক্টবলে চারটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এখন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সাঁইত্রিশটি। আরও হচ্ছে। এর মধ্যে প্রায় শয়ের কাছাকাছি ব্যক্তিমালিকানাধীন বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তারা কী রকম পাঠদান করে? কারিকুলাম কী? কোন ধরনের ছাত্ররা পড়ে? এর মনিটর কারা করে? সরকার কী করছে? শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজ কী? ক্ষোভ তৈরি হয়, যখন দেখা যায় বিগত বছরগুলোতে স্বয়ং মন্ত্রী ঘোষণা দিয়েও কোনো কোচিং সেন্টার বন্ধ হয়নি, গাইড বই নিষিদ্ধ হয়নি, সৃজনশীলতার নামে অন্যরকম বাণিজ্য চললেও কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি কিংবা টেক্সটবুক বোর্ডের সমস্যাও বন্ধ হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কী পড়ানো হয়– তা কে দেখবে? এগুলো কী ট্রেনিং সেন্টার? সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির নামে, গ্রেডিং সিস্টেমের নামে জ্ঞানশূন্য সনদ বিতরণ চলছে নাকি! যেসব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশি লিংক প্রোগ্রামের নামে বিজ্ঞাপন দিয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করায় তারা কী মানসম্মত শিক্ষা দিচ্ছে? বাইরের বেশভূষণ দিয়ে তো আর যাই হোক জ্ঞানচর্চা হয় না। জ্ঞানকাণ্ড একটি উদার সংস্কৃতি, বিজ্ঞানমনস্কতা ও আধুনিক মননের ক্ষেত্র। সেটি যে কোনো বিষয় পড়লেই তৈরি হতে পারে কিন্তু কার্যকর প্রণোদনা তো থাকতে হবে। প্রকৃত জ্ঞানটা দিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যাদের তাদের সেই মানসিকতা আছে কী? কাঠামোটি তো সেভাবে গড়ে উঠেছে বলে মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু দু-একজন 'প্যারামাউন্ট' ম্যান দাঁড় করিয়ে রাখলেই শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চা হয়ে যায় না। কার্যত তা প্রকারান্তরে শিক্ষার নামে এক ধরনের প্রতারণা। এই প্রতারণা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জীবন বিনষ্ট করছে, তারা ভ্রান্ত পথে– ধর্ম না বুঝে, প্রকৃত ধার্মিক না হয়ে– ইহজগৎকে তুচ্ছ করছে। পিস স্কুলের মতো প্রতিষ্ঠান যখন অনুমোদন হয়– তখন এর মনিটর কীভাবে হয়েছে। কিংব তখন না হলেও পরবর্তীকালে হয়নি কেন। সেখানে শিক্ষ কার্যক্রম দেখভালের দায়িত্ব কার? এখন মনে হচ দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। আসলে এসব প্রতিষ্ঠান জ থেকেই জ্বলছে, দীর্ঘদিন চলেছেও– তা কেউ আম নেয়নি। দুর্নীতি ও অসামর্থ্য এ ক্ষেত্রে সংশ্লি সম্পর্কযুক্তও। সরকারের উচ্চমহল থেকে অর্থের না আঞ্চলিকতার নামে, ধর্মীয় সহানুভূতির নামে, দল-গোষ্ ঠী নামে এসব ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। এখন তা বন্ধ ক দেওয়া হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে অন্য নামে চালু হচ্ছে। চালু ক যাবে কী? চালু করা যায় কী? তবে দল-নেতা-সম্প্রদ অঞ্চল. নিয়ে এতকালের পুঞ্জীভূত অন্যায়-অনৈ কাঠামো কী ধসে পড়েছে! সব কী দুর্নীতিমুক্ত? আরও করি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে কীভাবে পা চলছে? কী কারিকুলামে পড়াশোনা হয়। টেক্সটবুক বই পাঠাচ্ছে বছরের প্রথম দিন– এক এক শ্রেণির অ পাঠ্য– সেগুলোর পাঠদান কে দেখছে? এক্সট্রা কা একটিভিটিজ কী হয়? কিংবা এ পর্যায়ে প্রচুর যে ইংরেজ

প্রতিবেদন প্রকা
অভিযোগগুলো

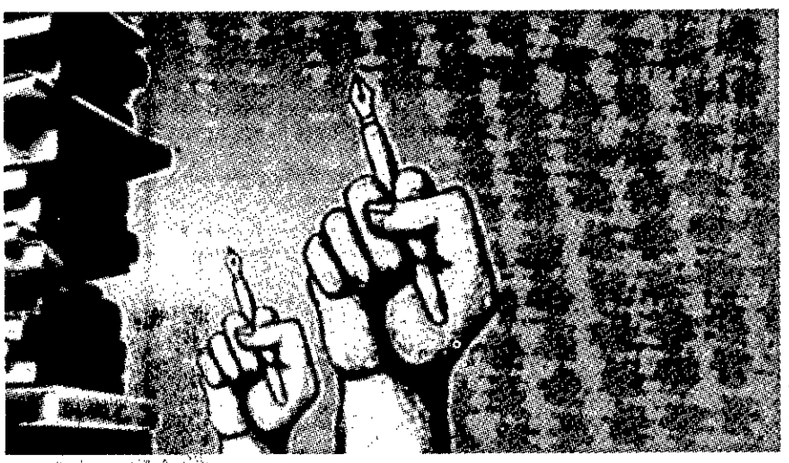

স্কুল আছে
সেখানে
সরকার
আজকার
৩
সম্প্রতি
সংগঠন
সমর্থনক্ষার আহ্বান জানিয়ে
মূলধার বিশেষ করে সি
হবে। ইন অংশগ্রহণকারী প্র
নইলেবার প্রতি এ আবেদন
চলছে

ক পুলিশ স্টে
বোমা হামলায় নিহত

ডেস্ক •
পুলিশ স্টেশনে পৃথক দুটি
২১৯ জন আহত হয়েছেন।
পুলিশ কর্মকর্তা ও দুই সাধা
কয়েক ঘণ্টা পর ইলাজিগ পুলি
উত হন। এতে আহত হন ১৪
কর্তৃপক্ষ কুর্দি সংগঠন পিকে
পিকেকের মধ্যে গত বছর অস্ত্র
একে অন্যের ওপর হামলা অব
ফুটেজে দেখা যায়, বিস্ফোরণে
তাঁরা ধোঁয়ার আড়ালে ঢাকা
সময় সকাল ৯টা ২০ মিনিট

আশুলি

AMG
ন মোহাম্মদ গ্রুপ
আস্থার স্বাক্ষর ১৯৯৩ থেকে